দৈনিক ইনকিলাব ... 165

তারিখ 06 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

২২ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

শিক্ষাঙ্গন

কিণ্ডারগার্টেন সম্পর্কে সরকারী নীতি কি?

ব্যাঙের ছাতার ন্যায় দেশের বিভিন্ন শহরে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের নামে এক শ্রেণীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বর্তমানে দেশের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই কিছু না কিছু শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা বেকার আছে। মূলতঃ ঐ ধরনের বেকারেরাই ঘর বা বাড়ী ভাড়া করে কিণ্ডার গার্টেনের মত স্কুল চালাচ্ছেন। কিণ্ডার গার্টেনের যে মোটেই প্রয়োজনীয়তা নেই তা বলছি না। কারণ, বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয় বা উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ শহরের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে পারছে না, এসব কিণ্ডার গার্টেন স্কুল না হলে শহরের অনেক ছেলেমেয়ের শিক্ষা লাভ যে অম্ভব ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। তদুপতি সরকার যেখানে উচ্চ শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাদের চাকুরীর সংস্থান করতে পারছেন না সে ক্ষেত্রে কয়েক হাজার শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা কিণ্ডার গার্টেনের বদৌলতে চাকুরী করে সংসার চালাচ্ছেন এটাও কম কথা নয়।

কিন্তু কিণ্ডার গার্টেন স্কুল নিয়ে জনগণের অনেক অভিযোগ রয়েছে। কিণ্ডার গার্টেনের ব্যয় অনেক বেশী। অনেক অভিভাবকের পক্ষে সে ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হয় না। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা পরিদর্শক রয়েছে। স্কুলে লেখাপড়া হয় কি-না বা শিক্ষকরা সময়মত ক্লাসে আসেন কি-না এগুলো দেখাই তাঁদের দায়িত্ব। কিণ্ডার গার্টেনের বেলায় এগুলো প্রযোজ্য নয় তারা স্বাধীন-সার্বভৌম। সরকারী কোন রীতিনীতি বা বিধিনিষেধ তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এর ফলে অধিকাংশ কিণ্ডার গার্টেনই বছরে ৬ মাস বন্ধ থাকে। কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের সিলেবাস নিয়েও অনেক অভিযোগ রয়েছে।

আমরা মনে করি, কিণ্ডার গার্টেন স্কুলসমূহের শিক্ষাব্যবস্থা, সিলেবাস ও ব্যবস্থাপনা সম্বোন্ধে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা উচিত।

—নুরুল ইসলাম শেফুল।

শিক্ষার সত্যিকার অর্থ

মানব জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে শিক্ষার সত্যিকার অর্থ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। সাধারণ অর্থে শিক্ষা বলতে অক্ষরজ্ঞান লাভ বুঝায়। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিক্ষা বলতে শুধু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বা ডিগ্রীলাভ বুঝায় না। শিক্ষা হচ্ছে কোন কিছু জানা বা কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। সেই জ্ঞান আক্ষরিক বা মৌখিক যে কোন প্রকারের হতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বই পুস্তক ছাড়াও শিক্ষা লাভ করা সম্ভবপর। যেমন কারিগরি শিক্ষা। অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তিরা কলাকৌশলগত যে প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে তা ও শিক্ষার অর্ন্তগত। বাল্যকালে আমরা বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট হতে সামাজিক রীতিনীতি ও বাস্তব জীবন সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করি তাও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা মানব জীবনের একটি মৌলিক প্রয়োজন। কেননা, শিক্ষার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান বা চেতনাই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী হতে উচ্চাসন দান করেছে। দৈহিক দিয়ে অনেক নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণীর সংগে আমাদের অভূতপূর্ব মিল থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রাণী জগতে শ্রেষ্টত্ব লাভ করেছি শুধু এই শিক্ষার জন্যই। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত করে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে। শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা সামাজিক নিয়মকানুন, আদব-কায়দা ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হই। শিক্ষা ছাড়া কোন মানুষই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। অশিক্ষিত মানুষের জীবনে নানা প্রকার অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বাসা বেঁধে তার উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়।

—এম, এ, শহীদ